ইরাকের স্বৈরশাসক নিরস্ত্র হচ্ছেন না:
স্টেট অব দি ইউনিয়ন ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ

ওয়াশিংটন, ২৯শে জানুয়ারি -- নিরস্ত্রীকরণের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের দাবীর প্রতি ইরাকের অবজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বকে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে। ২৮শে জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ একথা বলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, "ইরাকের স্বৈরশাসক নিরস্ত্র হচ্ছেন না। বরং তিনি প্রতারণা করছেন।"

কংগ্রেসে তার বার্ষিক দেশীয় ও বৈদেশিক নীতি বিষয়ক ভাষণটি সরাসরি দেশে ও বিদেশে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়।

প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা করেন যে বিশ্বের প্রতি ইরাকের অব্যাহত অবজ্ঞার বিষয় বিবেচনার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে ৫ই ফেব্রুয়ারি বৈঠক ডাকতে বলবে। তিনি বলেন যে ইরাকের বেআইনী অস্ত্র কার্যক্রম, পরিদর্শকদের কাছ থেকে এসব অস্ত্র লুকিয়ে রাখার প্রয়াস এবং সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর সংগে এর যোগাযোগ সম্পর্কে তথ্য ও গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত খবর পররাষ্ট্র সচিব পাওয়েল তুলে ধরবেন।

বুশ বলেন, "আমরা আলোচনা করবো। তবে এ বিষয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকা উচিত নয় যে আমাদের জনগণের এবং বিশ্ব শান্তির জন্য সাদ্দাম হোসেন যদি নিরস্ত্র না হন, তাহলে তাকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে আমরা একটি কোয়ালিশনের নেতৃত্ব দেব।"

তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যে "সাদ্দাম হোসেনের কাছে পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র থাকায় মধ্যপ্রাচ্যে তার রাজ্য জয়ের আকাঙ্খা আবার দেখা দিতে পারে।" প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন যে তাছাড়া, গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত খবর ও আটক ব্যক্তিদের প্রদত্ত বিবৃতি থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে সাদ্দাম হোসেন আল কায়দার সদস্যদেরসহ সন্ত্রাসীদের সহায়তা এবং নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে বুশ বলেন যে উত্তর কোরিয়া ভীতি সঞ্চার ও সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে তার পারমাণবিক কার্যক্রমকে ব্যবহার করছে। কিন্তু "আমেরিকা ও বিশ্বকে ব্যাকমেইল করা যাবে না।" তিনি উলেখ্ব করেন যে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হুমকির একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন ও রাশিয়াসহ এই অঞ্চলের দেশগুলোর সংগে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, "পারমাণবিক অস্ত্র উত্তর কোরিয়ার জন্য কেবল একঘরে অবস্থা,

অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও অব্যাহত দুর্দশাই ডেকে আনবে। উত্তর কোরীয় সরকার পারমাণবিক আকাঙ্খা পরিত্যাগ করলে বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করবে এবং তার জনগণের পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজে পাবে।"

ইরান সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, যদিও ইরানের সরকার "তার জনগণের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ভান্ডার গড়ে তুলতে চাইছে, এবং সন্ত্রাসকে সমর্থন করছে" তবুও ইরানী জনগণ ভয়ভীতি এবং মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে মুক্তি, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের কথা বলছে। তিনি বলেন, "সকল মানুষের মত ইরানী জনগণেরও তাদের নিজস্ব সরকার বেছে নেয়ার এবং নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতার পরিবেশে বাস করার আকাঙ্খাকে সমর্থন করে।"

মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, "একটি নিরাপদ ইসরায়েল এবং একটি গণতান্ত্রিক ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি অর্জনের প্রক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহত রাখবে।"

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, আফগানিস্তানকে নিরাপদ, তাদের সমাজকে পুনর্গঠন, এবং তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের জনগণকে সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখবে।

আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে এইচআইভি/এইডস-এর কবলে পতিত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য বুশ একটি জরুরী পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরে ১৫০০ কোটি ডলার বরাদ্দ করার জন্য তিনি কংগ্রেসকে অনুরোধ করবেন যার মধ্যে ১০০০ কোটি ডলার হবে নয়া বরাদ্দ।

প্রেসিডেন্ট বুশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অনেক দেশে তিন হাজারেরও বেশী সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর অনেক সন্ত্রাসী এক "ভিন্নতর ভাগ্য বরণ করেছে।" এরা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জন্য আর কোন সমস্যা নয়। তিনি বলেন, "আমরা সন্ত্রাসীদেরকে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছি এবং আমরা তাদেরকে ধাওয়ার মধ্যেই রাখছি।"

বুশ বলেন, "আমরা যখন এই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি তখন আমরা এটাও স্মরণ করব যে এটা কোথায় শুরু হয়েছিল। এই যুদ্ধ এখানে আমাদের দেশেই শুরু হয়েছিল।" এ প্রসঙ্গে তিনি ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী হামলা থেকে জাতিকে রক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত জোরদার প্রতিরক্ষা পদক্ষেপগুলোর রূপরেখা বর্ণনা

করেন। তিনি বলেন, "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে দৃঢ় ইচ্ছার একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় হচ্ছে মুল শক্তি।"

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকারগুলোর বর্ণনা দিয়ে বুশ তার স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ শুরু করেন। এসবের মধ্যে রয়েছে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, এবং দ্রুত গতিতে ট্যাক্স হ্রাসের মাধ্যমে এই প্রবৃদ্ধি অর্জন। অন্যান্য অগ্রাধিকারগুলো হচ্ছে: এমন এক স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতি চালু করা যার ব্যয় সকল আমেরিকান বহন করতে পারে, জ্বালানীর ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার বিকাশ, এবং সহযোগী নাগরিকদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মকান্ডে অধিক হারে অংশগ্রহণের জন্য আমেরিকানদের উৎসাহিত করা।

==========

**(ওয়াশিংটন ফাইল h³ ivó ciivó `dZ‡ii Awdm Ae B›Uvib¨vkbvj Bbdi‡gkb †cvMvgm-Gi GKwU cKvkbv|)*

wRAvi/ 2003

`óe¨: GB wbe‡Üi Bs‡iwR fvl¨ ÔA¨v‡gwiKvb †m›Uvi Ô-G cvIqv hv‡e| hw` Avcwb Bs‡iwR fvl¨wU †c‡Z AvMnx nb, Z‡e ÔA¨v‡gwiKvb †m›Uvi Ô-Gi †cm †mKk‡b (†Uwj‡dvb: 8813440-4, d¨v·: 9881677; B-‡gBj: dhaka@pd.state.gov Ges Website: http://www.usembassy-dhaka.org) †hvMv‡hvM Ki"b|